প্রেমের রশ্মিতে প্রেরিত

প্রিয় বন্ধুগণ,

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাবুজী মহারাজ বেশ কিছু বই লিখেছিলেন যার মধ্যে তিনি মানুষের অন্তর্দেশে কেন্দ্রাভিমুখী যাত্রার কথা বর্ণনা করেন- সেই পরম অবস্থা যা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পূর্বে ছিল এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টির উৎস। এই পথে কি কি বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং কিভাবে সেই সব বাধা অতিক্রম করতে হয় তাও তিনি বলেছেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো যে তিনি বলেছেন এটি অত্যন্ত সহজ। তিনি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন, সহজ চিত্রের সাহায্যে আমাদের বুঝিয়েছেন সেই যাত্রার কথা- মুক্তমনে বাধা ও সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে তাও বলেছেন। সমগ্র জগতের কাছে অকস্মাৎ সবচেয়ে গূঢ় ও গভীর প্রজ্ঞা প্রকাশিত হল। যারা তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, বয়স-বিশ্বাস-মতাদর্শ নির্বিশেষে বাবুজী তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে আমরা সকলে ভালোবেসে কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হব এবং মানুষ হিসাবে আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি আবিষ্কার করব। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে

শিক্ষা দিয়েছেন, সেই যাত্রাপথ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁর ব্যবহৃত চিত্রসমূহ ছিল সঠিক, পরিষ্কার এবং সহজবোধ্য।

এই চিত্রগুলির মধ্যে একটিতে আছে ২৩ টি চক্র যার মাধ্যমে আমাদের কেন্দ্রাভিমুখী যাত্রার বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় প্রদর্শিত হয়েছে। আমরা পরিধি থেকে শুরু করে চক্রগুলি অতিক্রম করতে থাকি যা আমাদের দেহের গঠনতন্ত্রকে উপস্থাপিত করে। বাবুজী তিনটি অঞ্চলের বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে এই চক্রগুলি পাওয়া যায় - হৃদয়

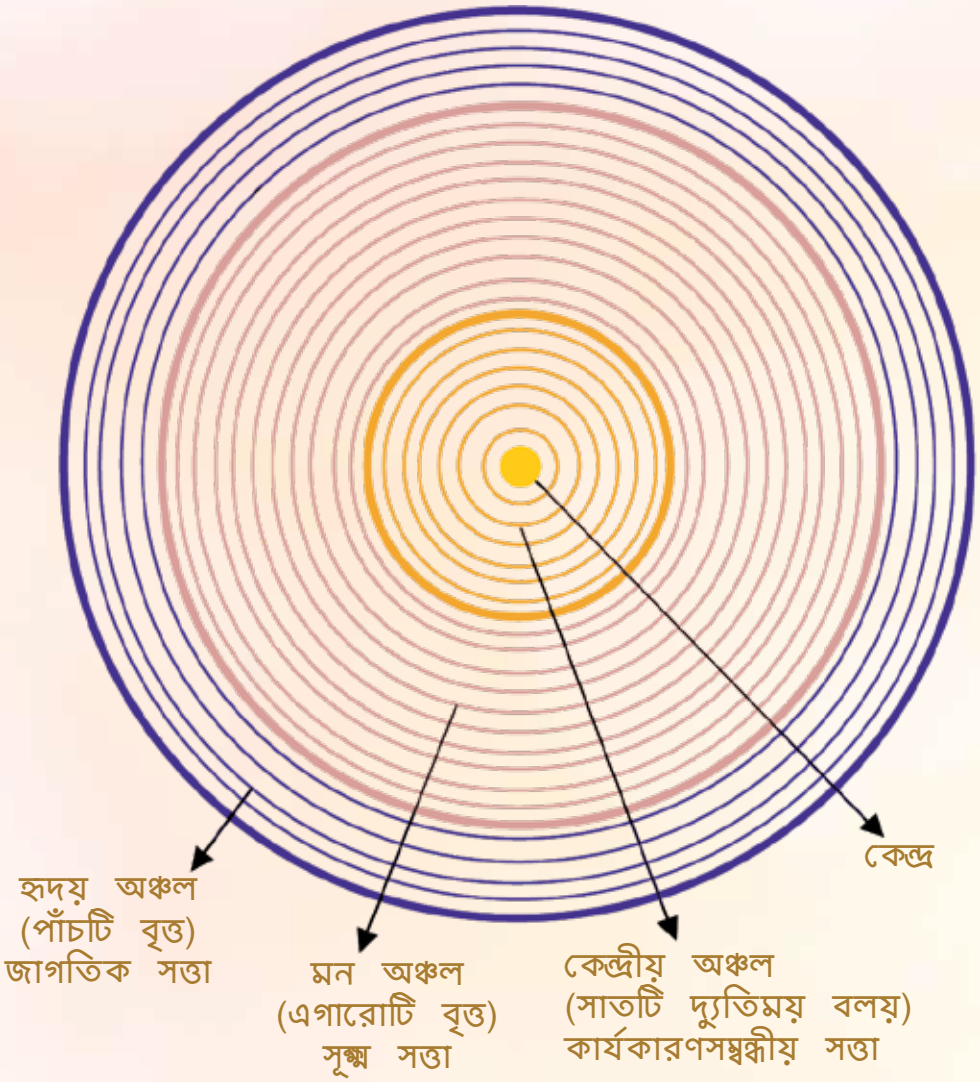

হার্টফুলনেস যোগের ২৩টি বলয়

অঞ্চল, মন অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এগুলি কেন্দ্রাভিমুখে যাত্রার পথে নানা পর্যায়। যদি আপনি বাবুজীর বর্ণনার সঙ্গে পরিচিত না থাকেন, তাহলে এই বিষয়ে বাবুজীর লেখা এই বইগুলি পড়তে পারেন - প্রত্যুষে সত্য (Reality at Dawn), অনন্তের অভিমুখে (Efficacy of Rajyoga), অনন্তর আধিমুখে (Towards Infinity)। আরও উত্তম হয় যদি আপনি এই যাত্রার অভিজ্ঞতা নিজে নিতে পারেন। অবশ্যই এই 23টি চক্র বাস্তবে নেই, ঠিক যেমন মানচিত্রের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এগুলো আসলে নির্দেশবিন্দু।

ঠিক যেমনভাবে আলোকরশ্মি সবচেয়ে স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে দিয়ে গেলেও প্রতিসৃত হয় প্রেমের রশ্মিও সেরকম সর্বোত্তম ছাঁকনি দ্বারা প্রতিসৃত হয় । যদি এরকম কোন ছাঁকনি না থাকতো, আমরা প্রত্যেকেই কেন্দ্র থেকে আগত প্রকৃত প্রেম অনুভব করতে সমর্থ হতাম।

আমরা এই অন্তর্যাত্রায় অগ্রসর হই কিভাবে? আমরা প্রেমের রশ্মির মাধ্যমে প্রেরিত হই। কিন্তু এই পথে বাধা-বিপত্তিও আছে। কি সেই বাধা-বিপত্তি ? আমরা সেগুলি কিভাবে অতিক্রম করবো?

ঠিক যেমনভাবে আলোকরশ্মি সবচেয়ে স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে দিয়ে গেলেও প্রতিসৃত হয় প্রেমের রশ্মিও সেরকম সর্বোত্তম ছাঁকনি দ্বারা প্রতিসৃত হয়। যদি এরকম কোন ছাঁকনি না থাকতো, আমরা প্রত্যেকেই কেন্দ্র থেকে আগত প্রকৃত প্রেম অনুভব করতে সমর্থ হতাম এবং আমাদের এই অন্তর্যাত্রার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু আমাদের মানব অস্তিত্বের প্রকৃতি এমনই যে আমাদের মধ্যে এই ছাঁকনিগুলি আছে, যার ফলে আমাদের ধাপে ধাপে নিজেদের ধারণ ক্ষমতা এবং শক্তি বৃদ্ধি করে কেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করতে হয় এবং এই ২৩ টি চক্র অতিক্রম করতে হয়।

পরিধি এবং কেন্দ্রের মধ্যে অনেক ছাঁকনি আছে। পরিধিতে আমাদের প্রেম বহির্মুখী হয়, যা আমাদের কামনা-বাসনার হ্রাস-বৃদ্ধির চাহিদা পূরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুর ভালোবাসার টান তার পিতামাতা এবং খেলনার প্রতি, তরুণ-তরুণীর টান রোমান্টিকতা এবং বন্ধুত্বের প্রতি, আবার প্রাপ্তবয়স্ককে টানে তার পারিবারিক জীবন, পেশা, খেলাধুলা, হবি, সম্পত্তি এবং ডিজিটাল গ্যাজেট।

কখনো আবার লোভ, ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা ও দুঃখ এগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। ভালোবাসা তখন অধিকারবোধ-সর্বস্ব এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। যখন এরকম ঘটে, আমাদের প্রেম ফাঁদে পড়ে যায়, যেভাবে আলোকরশ্মি মহাকাশে কৃষ্ণগহ্বরের ফাঁদে বন্দি হয় এবং পালানোর পথ পায় না।

আমাদের যাত্রা শুরু হয় হৃদয়ে, হৃদয় অঞ্চলের পাঁচটি চক্র থেকে। প্রতিটি সন্ধিস্থলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে একটি আবেগের ছাঁকনি, যার শুরু আমাদের কামনা-বাসনা দিয়ে। এই ছাঁকনিগুলি ত্যাগ করাটাই আমাদের ক্রমাগত রূপান্তরের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার যাত্রা।

ধারাবাহিকভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে, সঠিক চিন্তা ও উপলব্ধির দ্বারা আমরা এই সব আবেগের উপর প্রভুত্ব অর্জন করতে পারি এবং উচ্চতর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লক্ষ্য স্থির করি। আমরা আমাদের পরিবার ও পেশাকে যেমন ভালবাসতে থাকি, আমাদের মধ্যে উচ্চতর সচেতনতাও তৈরি হয়। আবেগের উপর প্রভুত্ব আমাদের প্রথম ধাপে নিয়ে আসে। এইভাবে এই পথে বিভিন্ন সন্ধিস্থলে আমাদের নিজেদের মুখোমুখি হতে হয়।

আমাদের যাত্রা শুরু হয় হৃদয়ে-- হৃদয় অঞ্চলের পাঁচটি চক্র থেকে। প্রতিটি সন্ধিস্থলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে একটি আবেগের ছাঁকনি, যার

শুরু হয় আমাদের কামনা-বাসনা দিয়ে। এই ছাঁকনিগুলি ত্যাগ করাটাই আমাদের ক্রমাগত রূপান্তরের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার যাত্রা।

এই ছাঁকনিগুলির অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা আসলে আমাদের ভালোই আছে। উদাহরণস্বরূপ, দাম্পত্য বা প্রেমের সম্পর্কে অধিকাংশ সময় আমরা একে অপরকে বন্দি করে ফেলি। একশোটির মধ্যে বড়জোর কয়েকটি সম্পর্ক কালেভদ্রে দেখা যায় যাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম বর্তমান। অধিকাংশই অধিকারবোধ-সর্বস্ব। অন্য ছাঁকনিগুলির মধ্যে আছে আমাদের বিশ্বাসতন্ত্র। যেমন, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। এর থেকে ভিন্ন বিশ্বাস বা মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি হয়, তা সে আঞ্চলিক, রাজনৈতিক বা আদর্শগত বিষয় যাই হোক না কেন। এরপরেও আছে আমাদের নীতিসমূহ, যা আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। যেমন, সততা ও ন্যায়ের প্রয়োজনীয়তা। যদিও এই সমস্ত নীতির অনেকগুলি অত্যন্ত মহান, কিন্তু নিজেদের মতে অনমনীয় থাকলে আমরা ক্ষমা করতে এবং ত্যাগ করে অগ্রসর হতে পারব না, তার বদলে নিজেদের অটল বিশ্বাস নিয়ে লড়তে থাকব। এখানেই বিচ্যুতি ঘটে যায় - এমনকি আমাদের মানুষের প্রতি ঘৃণাও তৈরি হতে পারে - এবং ভালোবাসার রশ্মির গতিপথ কেন্দ্রের অভিমুখ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

জনপ্রিয় কৃষ্টির মধ্যে স্টার ওয়ার্স এর অ্যানাকিন স্কাইওয়াকারের উদাহরণটি প্রাসঙ্গিক। অ্যানাকিনের মধ্যে নির্বাচিত জেডিদের মধ্যে একজন হওয়ার যোগ্যতা ছিল, যে ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারবে। সে ছিল যত্নশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন এক যুবক। কিন্তু পরবর্তীকালে তার মা এবং প্রেমিকা প্যাডমের মৃত্যুর শোকে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ে এবং এর ফলে সে পরিবর্তিত হয়ে ডার্থ ভেডার-এ পরিণত হয়।

অস্তিত্বের অন্ধকার দিকে থাকে অহং। আমরা আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থিত আলোর উৎস থেকে যত দূরে থাকবো, ততই এই অন্ধকারের ছায়া দীর্ঘতর অনুভব করবো। অহংবোধ কোন জিনিসকে বা কাকে সন্তুষ্ট করে? অন্যদের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়লে কেউ যদি তখন আমার সঙ্গে একমত হয়, সেই হয়ে যায় আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু! কেন? আবার অপর দিকে আমাদের খুব কাছের কেউ

যদি আমাদের মতের তীব্র বিরোধিতা করে, তাহলে আমরা মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনা।

অহংবোধের চেয়ে কামনা-বাসনা জয় করা অনেক সহজ। কারণ বাসনা পূরণ হলে আর জাগে না। এদের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে তবে লক্ষণীয়ভাবে সময়ের ব্যবধানটি সম্ভ্রম-উদ্রেককারী। তাছাড়া খাদ্যের জন্য ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ চাহিদা প্রধানত প্রাকৃতিক। কিন্তু অহংবোধ নিরবচ্ছিন্ন এবং এর থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। ক্ষমতা এবং পদ অহংবোধকে বর্ধিত করে, বরং বলা যায় যা কিছু অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিঁকে থাকতে সাহায্য করে তাই অহংকারকে পরিপুষ্ট করে। এই বৈশিষ্ট্যটি পশুদের রাজ্যে বাকিদের থেকে আমাদের আলাদা করেছে। যা আমাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজন, তাই আবার চেতনার বিস্তৃতির পথে প্রতিবন্ধক। এই পতনের ভয় পশুপাখি বা গাছেদের নেই, কিন্তু চেতনার এই বিবর্তনের সুযোগও তাদের নেই। গাছ বা পশুপাখিদের মতো আচরণ করলে আমাদের চেতনায় বিবর্তন হবে না, কারণ তাদের অহংবোধের অস্তিত্ব নেই। আমরা কেবল নিজেদের অসীম চাহিদা থেকে এবং অহংবোধের ভার থেকে মুক্ত হয়ে হালকা হতে পারি, অসীম সমুদ্রে মিশে গিয়ে অদৃশ্য সেই দৈবত্বের সঙ্গে নিজেকে এক করতে পারি। যখন বহির্জগতের মধ্যে নিজেকে চিনি, আমরা তার সঙ্গেই ব্যস্ত থাকি এবং এর কোনো শেষ নেই। এ যেন নিজে জাল বুনে সেই জালে নিজেই জড়িয়ে যাওয়া।

বহির্জগৎ আমাদের প্রাকৃতিক বা ইন্দ্রিয়জ বাসনা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয়; নির্ভরতা বহির্মুখী। এই নির্ভরতা আমাদের কামনার দাস করে তোলে। বাঘ মোষ ও হরিণকে হত্যা করে বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে। সিংহ তার দলে ছয়টি সিংহী রাখে প্রজননের প্রয়োজনে। এটাই প্রকৃতি। আরও ঠিকঠাক বলতে গেলে, বাইরের প্রকৃতি। আমরা রসগোল্লা, বিরিয়ানী থেকে দূরে থাকতে পারি, কিন্তু খাবার থেকে দূরে থাকতে পারি না। মানুষের অহংবোধ কিভাবে পরিপুষ্ট হয় ? অহংবোধ কি ঈশ্বরের দান? এটি আমাদের সৃষ্ট। এটি ভিতরের অদৃশ্য জগত থেকে আসে।

আমরা ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা সহজেই বুঝতে পারি।

বুঝি যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার প্রয়োজনীয়তা। এগুলি অতি আবশ্যক এবং প্রকৃতির পরিকল্পনার অংশ। অহংবোধও কি প্রকৃতির উপহার? যখন পেটে ভারবোধ হয় এবং কষ্ট হয়, তখন আসলে ভিতর থেকে সংকেত আসে যে এর চেয়ে বেশি খাবার খেলে আমাদের সমস্যা হতে পারে। যা প্রয়োজনীয় নয়, সাধারণত তা গ্রহণে বাধা দেওয়ার জন্য সংকেত আসে। অহংবোধ অনাবশ্যক, আর অনাবশ্যকের পরিপুষ্টি ব্যক্তির স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, তা সে শারীরিক, মানসিক, আবেগজনিত, আধ্যাত্মিক, যে স্বাস্থ্যই হোক না কেন।

আমি যখনই কোনও প্রয়োজনভিত্তিক মেইল পাই, হয় আমি উত্তর দিই বা ফাইল করে রাখি। যখন উত্তর দিই না, প্রেরক লেখেন, “ দাজী, আপনি কি আমার উপর ক্ষুব্ধ?” তারা কোনওভাবে আমাকে

স্নেহ গভীর হয়ে প্রেমে পরিণত হয়, এবং অবশেষে সমর্পণের অবস্থায় বিলীন হয়। তখনই স্নেহ ভক্তিতে পূর্ণতা পায়।

উত্তর দিতে বাধ্য করতে চায়, যাতে আমি বলি, “না, না,আমি তোমার উপর ক্ষুব্ধ নই।” এই ধরনের কথাবার্তা অর্থহীন এবং এতে উভয়পক্ষেরই সময়ের অপচয় হয়। যারা অহংবোধকে এভাবে আদর ও প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়ে তোলে, তারা কখনোই অন্তর্যাত্রায় গভীর স্তরে পৌঁছতে পারেনা। অহংবোধ সর্বদাই বাইরে থেকে চিত্তাকর্ষক প্রশ্রয় চায়, প্রধানত তার কাছেই চায় যার সাথে তার প্রকৃতি মেলে অর্থাৎ সমমনস্ক মানুষ, বা এমন কেউ যাকে সে খুবই শ্রদ্ধা করে।

তারা কেন একই ধরণের? ভারতীয় পার্লামেন্টে স্যুট ও টাই পরার কি দরকার? কে আপনাকে ঈর্ষা করবে? স্বামী বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সামনে হীরার নেকলেস এবং সোনার সুতো দিয়ে তৈরি ব্লাউজ পরে কী লাভ? তারা কি ঈর্ষান্বিত হবেন? বরং তাঁদের প্রশংসার অভাব আপনার অহংবোধকে আহত করবে। অহং

হল একেবারে বাইরের সীমানা যা আপনাকে আপনার কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বাইরের সীমানা থেকে, আপনার নিজের হৃদয়ের কথা শোনা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এর চেয়ে, আপনি অন্যান্য লোক ও তাদের মতামতের সঙ্গে অনেক বেশি

ভক্তি আমাদের অন্তঃস্থিত যাত্রার জীবনরেখা; এটি আমাদেরকে ভালবাসার রশ্মির সাথে সংযুক্ত রাখে। ঠিকঠাক বলতে গেলে, ভক্তিই প্রেমের রশ্মিকে প্রেরণা যোগায়।

পরিচিত। এই ধরনের প্রবণতা একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর।

অহংবোধ প্রায়শই সমষ্টি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়: উদাহরণস্বরূপ, আপনার দেশ অন্যদের চেয়ে সেরা, এই বিশ্বাসে আপনি জাতীয় গৌরব অর্জন করতে পারেন। বিজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক লোকেরাও সংকীর্ণ মনের হতে পারেন, যারা তাদের মতামতকেই একমাত্র সঠিক বলে বিশ্বাস করেন। "আমি জানি। আমিই ঠিক", সম্ভবত আমরা সকলেই পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে বড় এই মহামারীর সম্মুখীন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাঁকনি যা প্রেমের রশ্মিকে বিচ্যুত করে।

আমরা আমাদের বিশ্বাস, নীতি ও কুসংস্কারের সঙ্গে যত বেশি জড়িয়ে থাকব, প্রেমের রশ্মিকে প্রতিহত করার বাধাগুলি তত বড় হবে, সর্বোপরি এটি আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে বাধা দেবে। আমাদের সম্মিলিত অহংবোধ বিশেষ বিপজ্জনক কারণ এটি সম্মিলিত ক্রোধের জন্ম দেয়। ধর্মীয় গোঁড়ামির ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখি। যখন সমাজগুলো রাজনৈতিক মেরুকরণের শিকার হয় এবং এই কুসংস্কারগুলি ঘৃণা, হিংসা, বা কখনো কখনো যুদ্ধের দিকেও পরিচালিত করে। এই ধরনের পরিবেশে, আমাদের আশেপাশের

লোকজনেরা প্রায়ই আমাদের অন্যান্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করার পরিবর্তে আমাদের নিজেদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। আমরা আরও সংকীর্ণ মনের হয়ে যাই।

তবে স্নেহ আমাদের বন্ধুও হতে পারে, আমাদের বাইরে থেকে বিপরীত দিকে, অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্নেহ প্রকৃত অর্থে প্রেমময় হলে এটি ঘটে। ফলে আমাদের সচেতনতা প্রসারিত হয় এবং এটিই হল আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা। আমরা কিভাবে আকর্ষণ সম্পর্কে জানতে পারি? গর্ভস্থ অবস্থা থেকেই আমরা মায়ের সঙ্গে এটি অনুভব করতে শুরু করি। আমরা যখন বড় হই, আমরা যেসব মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করি তাদের সাথে দেখা করি। আমরা শিশুদের প্রতি স্নেহশীল হই এবং সমবয়সীদের জানাই ভালবাসা। গুরু অর্থাৎ যিনি আমাদের পথ দেখান, তিনি সহ বড়দের প্রতি আমরা বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আস্থা অনুভব করি। এগুলি সবই অনুরাগের সঙ্গেই উদ্ভূত হয়েছে, এবং আমাদের অন্তঃস্থিত যাত্রা অব্যাহত রাখলে এটি বাড়ে ও কমে। আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলি অনুভব করি ও নিজেদের জিজ্ঞাসা করি, "কাকে ভালবাসবো?" "কার সাথে মেলামেশা করবো?" "কাকে বিশ্বাস করবো?" এইভাবে স্নেহ গভীর হয়ে প্রেমে পরিণত হয়, এবং অবশেষে সমর্পণের অবস্থায় বিলীন হয়। তখনই স্নেহ ভক্তিতে পূর্ণতা পায়।

সত্যিকারের ভক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের ভালোবাসার ক্ষমতা বাড়াতে হবে, আকুল হতে হবে, ধীরে ধীরে বস্তু পেরিয়ে বিশ্বের প্রতি ব্যাকুল হয়ে উঠতে হবে। হৃদয়ের এমনতর শুদ্ধ উদারতাই আধ্যাত্মিক সাধনার এক এবং একমাত্র ফল।

প্রেমের রশ্মি আলোর চেয়ে দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলে, তাই আমরা যদি সমস্ত ছাঁকনিগুলি সরিয়ে ফেলতে পারি তবে আমরা তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারব। যখন এই ছাঁকনিগুলির দ্বারা সৃষ্ট

বাধা কেন্দ্র থেকে প্রেমের রশ্মিকে দূরে সরিয়ে দেয়, তখন আমরা খুবই কষ্ট পাই। কিছু ছাঁকনি, যেমন কুসংস্কার, হিংসা, লোভ এবং রাগ - এতটাই কার্যকরী যে তারা একটি ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বাঙ্কারের মতো কাজ করে - তারা কোন কিছুই প্রবেশ করতে দেয় না। তারা প্রেমের রশ্মিকে তার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করতে বাধা দেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে, আমি আরও বেশি করে সচেতন হয়েছি যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যগুলি আমাদের এই বিষয়ে অনেক কিছু শেখায়, বিশেষ করে ভক্তি সূত্র সম্পর্কে। আমরা সাধারণত ভক্তিকে "প্রেম এবং ভক্তি" হিসেবে অনুবাদ করি, কিন্তু এটি তার চেয়ে বেশি মৌলিক। এটি হৃদয়ের মাধ্যমে সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংযুক্তির অনুভূতি - সর্বজনীন ঐশ্বরিক চেতনার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত চেতনার সংযোগ। ভক্তি ছাড়া, আমরা যা কিছু মনে করি এবং কাজ করি, তাতে উৎসাহ এবং আনন্দের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অনুপস্থিত, তাই তা উদ্দেশ্যবিহীন। ভক্তি আমাদের অন্তঃস্থিত যাত্রার জীবনরেখা; এটি

সাধারনত, চিন্তা থেকে চেতনার অগ্রগতি বলতে স্নেহ থেকে ভালবাসা এবং শেষ অবধি শ্রদ্ধা।

আমাদেরকে ভালবাসার রশ্মির সাথে সংযুক্ত রাখে। ঠিকঠাক বলতে গেলে, ভক্তিই প্রেমের রশ্মিকে প্রেরণা যোগায়।

অহংবোধ শুধুমাত্র আধিপত্য বিস্তার এবং ব্যক্তিগত বিজয়ের ভাষা জানে, প্রেমের নয়। নম্রতা, নামহীনতা এবং খোলা মনের নমনীয়তার ভাষা একজন অহংকারীর কাছে ভিনদেশীয়, যা তিনি বুঝতে পারেন না। লক্ষ্য বা কেন্দ্র অভিমুখে যাত্রা আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে একটি বৃত্ত থেকে পরেরটির দিকে, এক মাত্রা থেকে অন্য

মাত্রায় নিয়ে যায় এবং আমরা যদি সমন্বয় না করি তাহলে আমাদের প্রতিটি নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়। এজন্য ঋষিরা চরিত্র পরিমার্জন, 'আখলাক'-এর কথা বলেন। তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে আমাদের আধ্যাত্মিক স্থিতির পরিবর্তিত অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সঙ্গে আমাদের আচরণের সামঞ্জস্য আনতে হবে এবং প্রেম সেই সমন্বয় ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন হৃদয় অঞ্চলের চক্র ২-এ পৌঁছোই, যেটি শান্তি, স্থিতি ও জাগতিক দুনিয়া থেকে মুক্তির এক আনন্দময় ঐশ্বরিক স্থান, তখন কি প্রিয়জনের সঙ্গে চিৎকার করা যুক্তিযুক্ত হবে? এই ধরণের জোরালো আচরণ চক্র ২-এর অভ্যন্তরীণ মাত্রার সাথে মেলে না।

অনন্তের দিকের বিভিন্ন চক্রের উপর কীভাবে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় সে সম্পর্কে বাবুজী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। হৃদয়ের প্রথম চক্রে, ধ্যানের সময় মাস্টার আমাদের মনের ভেতর যে সতত সন্তুষ্টির অবস্থা জাগিয়ে তুলছেন তার সম্পূর্ণ চেতনা পেতে বলেন, তারপর এটিকে ধারণ করতে, এবং এর সাথে একাত্ম হয়ে যেতে হবে। প্রথম চক্রের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে নিজেকে, নিজের আত্মপ্রভুত্বকে পেরিয়ে বৃহত্তর স্নেহের পথ খুঁজে পাই। এরপর দ্বিতীয় চক্রে বাবুজী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভক্তির ভাব; যা প্রভু দর্শণের উপায় হয়ে ওঠে, যাকে পরমলক্ষ্যের পথনির্দেশিকাও বলা যেতে পারে। এবং একজন অভ্যাসীর দ্বিতীয় চক্রের প্রবেশিকারও সমানুপাতিক এই ভক্তির সাথে; স্বাভাবিকবভাবেই ভক্তির তীব্রতা যত বাড়বে ততই সে দ্বিতীয় চক্রের সান্নিধ্য লাভ করবে। বাবুজীর কথায় এটা অনুরাগের একটা গভীর স্তর। এরপর তৃতীয় চক্রে এসে আমরা সত্যিকারের প্রেমের আগুন অনুভব করি, যা পরবর্তীতে ঐশ্বরিক অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করে, পরমানন্দের দিকে আমাদের যাত্রাও একদিকে দীর্ঘ অন্যদিকে দিব্যানন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। অনুরাগের এই গভীর অভিজ্ঞতা এত শক্তিশালী যে এটা অন্তস্থঃল থেকে আনন্দ উৎসারিত করে এবং চক্রের প্রতিটা মাত্রা তার পূর্ববর্তীটির ওপর নির্ভর করে। এইভাবে কেন্দ্রের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া ফিরে ফিরে আসে আর চক্রের প্রতিটা মাত্রা আমাদের প্রেমের আলোয় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বাহ্য থেকে নিয়ে চলে বিবেকী মুক্তির দিকে।

সম্পর্ক থেকে আমরা ভালোবাসা শিখি। ওটা আমাদের প্রেমের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শুধু কী পরিবারের সদস্যদের স্নেহ, ভালবাসায় আগলে রাখাই সম্পর্ক? বরং তার চেয়েও বেশি ভালোবাসা আমাদের সমান করে দেখতে শেখায়, কিন্তু সেখানেও তো আবার অহং এসে হাজির। আত্মসমীক্ষণ দরকার; নিজেকে প্রশ্ন করা দরকার; এটা এমন একটা জিনিস যা সুক্ষ বুদ্ধি, সাত্ত্বিক বুদ্ধি, স্বচ্ছ বুদ্ধির দিকে আমাদের অগ্রসর করে এবং যে কোন বিষয়ে চিন্তার বিভক্তিকে রোধ করে এই আত্মসমীক্ষণ। আর এটা একমাত্র ভালবাসলেই সম্ভব; প্রেমই আমাদের টুকরো টুকরো প্রাণ থেকে নিয়ে চলে একক পরমের দিকে।

এই ভালোবাসা, এই প্রেম গড়ে তোলার জন্য যদিও স্নেহ একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, তবে এটা আবার একটা ফাঁদও হতে পারে। যদি আমরা কোন বিশেষ স্তরে সংযুক্ত হয়ে যাই, আমরা আটকে পড়ব। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা শুধুমাত্র পরিবারের দিকে মনোনিবেশ করি, তখন আমরা আমাদের ভালবাসা সম্প্রদায়ের দিকে, অথবা বৃহত্তর মানবজাতির দিকে , অথবা সমস্ত সৃষ্টির দিকে প্রসারিত করতে পারি না। প্রেমের পথ প্রশস্ত না হলে সবাইকে প্রাণ দিয়ে পরিবেষ্টিত করতে পারিনা আমরা। সত্যিকারের ভক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের ভালোবাসার ক্ষমতা বাড়াতে হবে, আকুল হতে হবে, ধীরে ধীরে বস্তু পেরিয়ে বিশ্বের প্রতি ব্যাকুল হয়ে উঠতে হবে এবং হৃদয়ের এমনতর শুদ্ধ উদারতাই আধ্যাত্মিক সাধনার এক এবং একমাত্র ফল।

সাধারনত, চিন্তা থেকে চেতনার অগ্রগতি বলতে স্নেহ থেকে ভালবাসা এবং শেষ অবধি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হল একটি উচ্চতর অর্জন যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস আত্মসমর্পণে বিকশিত হয়। প্রতিদিনের চিন্তা, প্রার্থণার মধ্যে দিয়ে আমরা এই সব প্রগতিশীল পর্যায় অতিক্রম তো করছি, কিন্তু এরপর কি হবে ? কোথায় এর শেষ? কোথায় থামব আমরা? ভক্তির উদ্দেশ্য আসলে সকল বাহ্য প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আমাদের প্রেমের রশ্মিতে জড়িয়ে নেওয়া এবং শেষমেশ পরমের সাথে মিশিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ একত্রীকরণ; আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের আবেগ এবং আমাদের অহংকারের জালি গুলো পরিষ্কার করলে পথটা মসৃণ হবে, পৌঁছনোটা সহজ হবে; কিন্তু, আপনি হয়তো ভাবছেন এতক্ষণে আমরা কেন্দ্রে পৌঁছে গেছি, তা নয়। আরো আছে। একত্রীকরণের এই অবস্থায় পৌঁছে কেবলমাত্র সত্যিকারের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়!

সোজা কথায়, একবার আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা বাদ দিন, তো মুক্তি নিশ্চিত; অহং বাদ দিন, তৎক্ষণাৎ একত্রীকরণ নিশ্চিত।

এটা হল মধ্য অঞ্চল; মাঝামাঝি একটা জায়গা, যার মধ্যে সাতটি বৃত্ত রয়েছে, যা 'রিংস অফ স্প্লেন্ডার' নামে পরিচিত। এই অঞ্চল হল চিন্তা থেকে চেতনায় ঢুকে পড়ার একটা পরিসর এবং যত আমরা এই অঞ্চলে এগোতে থাকি তত আমাদের চেতনা অতি-চেতনায় পরিনত হতে থাকে। আমাদের ইচ্ছে, আবেগ এবং অহংকারের বাইরে এটা একটা এমন ক্ষেত্র যেখানে আমরা স্থুল থেকে সূক্ষ্মের দিকে, সত্তা থেকে অসত্তার দিকে, চিন্তা থেকে চৈতন্যের দিকে এবং স্ব থেকে স্বরূপের দিকে অগ্রসর হতে থাকি।এই অঞ্চলে, চেতনা তার মূল রূপ ধারণ করে। এখানে আপনি আর আপনার কর্তা নন, প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হয়ে নিত্যমুক্ত, বন্ধনহীন এবং স্বয়ংক্রিয়। এক কথায় এখানে আপনি সহজ। আপনার কোনো কাজেই আর নিজেকে কর্তা ভাবার অনুভূতি নেই এবং এই অকর্তৃত্বই আপনাকে ক্রমাগত নিয়ে চলেছে কেন্দ্রের দিকে।

পরবর্তী পর্যায়ে, এই স্বয়ংক্রিয়তার অনুভূতিটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। কী করে বুঝবেন? সবচেয়ে সহজ উদাহরণ বোধহয় প্রাত্যহিক জীবনে ফিরে যাওয়ার সময় গভীর ঘুমের অবস্থাটা একবার কল্পনা করা। যেখানে অজানা এক অবস্থায় ক্রিয়াগুলি কোন ছাপ ফেলে না। যেখানে মনের ভেতর চিন্তাধারা বা কর্মের কোন জোরাজুরি নেই।

স্নেহ থেকে ভক্তি আর ভক্তি থেকে প্রেম- প্রেমের রশ্মিগুলো আমাদের যখন কেন্দ্রের আরও কাছাকাছি নিয়ে চলেছে তখন আমরাও আরও বিশুদ্ধ আরও অনির্ভর হয়ে উঠছি। কেন্দ্রের কাছাকাছি এসে সমস্ত বাস্তবিক আয়োজন হয়ে উঠছে অর্থহীন, পথ হয়ে উঠেছে পরিমার্জিত। দেখুন সমস্ত সীমাবদ্ধতা চলে গেছে, চারিদিকে কেমন একটা বাধাবন্ধহীন, অর্থহীন অথচ সাহজিক আনন্দময় উপস্থিতি; অথচ এটাও শেষ নয়। এখনও সুপ্ত গতি আছে।

এরপর আমরা কেন্দ্রের দিকে সাঁতার কাটতে থাকি। বাবুজী তো সেই 'কেন্দ্রে'র কথাই বারবার বলেছেন যা গতিহীন, যা নিজের মধ্যেই অসীম এবং যেখানে সর্বব্যাপী এক বিশুদ্ধ বিস্ময়। শূন্যময় নিস্পন্দ

স্থির একটা না থাকাকেই বাবুজী সর্বময় থাকা বলেছেন। গতিহীনতার মধ্যেই এই সেই সুপ্ত গতি যা মহাবিশ্বকে ধারণ করে রয়েছে।

বাবুজী বারবার এই কেন্দ্রের কথা বলেছেন, বলেছেন কেন্দ্র থেকে নির্গত সে আলোক বলয়ের কথা, আবার বাবুজীই স্বয়ং বলেন এই "আলো"কে বর্ণনা করার জন্য সত্যিই কোন শব্দ নেই। সম্ভবত দৃশ্য থেকে অদৃশ্যের মাঝে, অস্থিতি থেকে স্থিতির মাঝের আলোই ক্ষেত্রটির নাম দেয় "রিংস অফ স্প্লেন্ডার"। এখন আপনি কি মনে করেন? একটি একটি করে চক্র পেরিয়ে মাঝের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রবেশের জন্য কে বাড়িয়ে দেবে হাত? জীবন থেকে জ্যোতির্ময়ের দিকে কে বলে দেবে সেই পথ? প্রেম এবং একমাত্র প্রেম। প্রেমই হল একমাত্র উপায় যা আপনাকে পরমসত্তার দিকে প্রকাশিত করতে পারে আর এই প্রেমের জন্য প্রয়োজন মাস্টারের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা; সর্বসমর্পণ।

আন্তরিক প্রার্থনাসহ,

কমলেশ

কান্হা শান্তি বনম

শ্রী কমলেশ পাটেলের

৬৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

heartfulness
advancing in love